স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাহায্যে হাওড়া জেলা পরিষদ

৩০ লক্ষ ব্যয়ে বোতলজাত পানীয় জল প্রকল্প প্রতি ব্লকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, উলুবেড়িয়া : মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে আরও এক কদম এগিয়ে দিতে পদক্ষেপ নিল হাওড়া জেলা পরিষদ। এবার থেকে জেলার প্রতিটি ব্লকের একটি করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে তারা বোতলজাত জলের প্রকল্প তৈরি করে দেবে। এতে একদিকে তারা যেমন স্বনির্ভর হতে পারবে তেমনই সেখানে অন্যদের কর্মসংস্থানও হবে।

রাজ্য সরকার মহিলাদের স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে রাজ্য সরকার নানা ধরনের সরকারি প্রকল্পে কাজ দিয়ে সহায়তা করছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি স্কুলের পড়ুয়াদের সরকারের তরফে যে পোশাক দেওয়া হয়, সেই পোশাক তৈরি করে দিচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী। সেদিক থেকে দেখতে গেলে হাওড়া জেলা পরিষদ এ ক্ষেত্রে আরও একটু অন্যরকম পদক্ষেপ নিল। তারা ঠিক করেছে, হাওড়া জেলার ১৪ টি ব্লকের ১৪ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে একটি করে বোতলজাত জলের প্রকল্প তৈরি করে দেবে। এজন্য তারা ৩০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করছে।

হাওড়া জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য ও পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ তাপস মাইতি বলেন, "বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এই প্রকল্প নিয়েছি। নিঃসন্দেহে এটি

■ হাওড়া জেলার ১৪টি ব্লকের ১৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে একটি করে বোতলজাত জলের প্রকল্প তৈরি করে দেওয়া হবে। হবে কর্মসংস্থানও।

একটি ভিন্ন ধরনের প্রকল্প। স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুলোর স্বনির্ভরতার পাশাপাশি আরও অনেকের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ দেবে এই প্রকল্প।" প্রসঙ্গত, হাওড়া জেলায় কয়েকশো স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। লক্ষাধিক মহিলা এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এবার তাঁদের কাজের পরিসর আরও বিস্তৃত করতে চাইছে জেলা পরিষদ। সেজন্যই তাদের এই পরিকল্পনা।

উল্লেখ্য, হাওড়া জেলায় কয়েক হাজার বোতলজাত জলের কারখানা রয়েছে। বহু মহিলা সেখানে কর্মরত রয়েছেন। তাই যদি মহিলাদের নেতৃত্বে এই ধরনের কারখানা তৈরি করে দেওয়া যায় তাহলে একদিকে যেমন তারা নিজেরা স্বনির্ভর হতে পারবে, তেমনই অন্যান্য লোককেও কাজ দিতে পারবে। এতে গোষ্ঠীর মহিলাদের কাজের সুযোগ আরও বেশি হবে। তাদের স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রটা আরও প্রসারিত হবে।